চল্লিশ নম্বর পদের গোপন ইতিহাস - নম্বর চার

পরীক্ষা ও বিজয়: পশুর প্রতিমার গঠন এবং জ্ঞানীদের সীলমোহরকরণ

Jeff Pippenger

2024-09-23

যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তি গঠনের মাধ্যমে যে পরীক্ষার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, সেই পরীক্ষাকে বর্ণনা করা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখাটি সংবিধানের রেখাকে প্রতিনিধিত্বকারী তিনটি পথনির্দেশক চিহ্নের সঙ্গে সমান্তরালে চলে। এগুলো পরস্পরের সমান্তরালে চলে এবং প্রত্যেকটি অপরটির রেখা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য যোগায়। যাঁরা পশুর মূর্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তারা কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইনে শুরু হওয়া নির্যাতনের সময়ে ঈশ্বরের সিংহাসনকক্ষ থেকে প্রবাহিত আলোর মধ্যে চলার জন্য প্রস্তুত হবেন? পশুর মূর্তি গঠনের সেই পরীক্ষায় এমন কী আছে, যা জ্ঞানী কুমারীদের এমন এক অভিজ্ঞতায় মোহরবদ্ধ করে, যা তাদেরকে রবিবারের আইনে শুরু হওয়া নির্যাতনের সময়কাল অতিক্রম করে পথ খুঁজে নিতে সক্ষম করে—যখন জাতীয় ধর্মত্যাগের পর আসে জাতীয় ধ্বংস, এবং শয়তান তার বিস্ময়কর কার্যাবলি শুরু করে?

> "যখন আকাশীয় মহিমা এবং অতীতের নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি একত্রে মিশে যাবে, তখন পৃথিবীতে জীবিত থাকবে এমন ঈশ্বরের লোকদের অভিজ্ঞতার কোনো ধারণা দেওয়া অসম্ভব। তারা ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে নির্গত আলোয় হেঁটে চলবে। স্বর্গদূতদের মাধ্যমে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে নিরন্তর যোগাযোগ থাকবে। আর শয়তান, দুষ্ট স্বর্গদূতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে, সব রকমের অলৌকিক কাজ করবে—যাতে সম্ভব হলে এমনকি নির্বাচিতদেরও প্রতারিত করতে পারে।" সাক্ষ্যাবলী, খণ্ড ৯, ১৬।

কাফরনহূমের উপাসনালয়ে খ্রিষ্ট যে বার্তা উপস্থাপন করেছিলেন, যোহনের ছয় অধ্যায়ে যার বিবরণ আছে, সে সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইট মন্তব্য করেছেন। তাঁর মন্তব্যগুলি The Desire of Ages গ্রন্থে, The Crisis in Galilee শিরোনামের অধ্যায়ে রয়েছে। সেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যোহনের ছয় অধ্যায়ে যে বিদ্রোহ ঘটেছিল তা প্রতিরোধ করতে খ্রিষ্ট কোনো প্রচেষ্টা করেননি, যদিও তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে তখন তাঁর পার্থিব সেবাকার্যে অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় তিনি বেশি শিষ্য হারাবেন।

> যখন যীশু সেই পরীক্ষামূলক সত্যটি উপস্থাপন করলেন, যার ফলে তাঁর অনেক শিষ্য ফিরে গেল, তখন তিনি জানতেন তাঁর কথার ফল কী হবে; কিন্তু তাঁর পূরণ করার ছিল করুণার একটি উদ্দেশ্য। তিনি পূর্বেই দেখেছিলেন যে পরীক্ষার সময়ে তাঁর প্রিয় প্রতিটি শিষ্য কঠোরভাবে পরীক্ষিত হবে। গেথসেমানে তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর ক্রুশবিদ্ধকরণ তাদের জন্য এক অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় পরিণত হবে। যদি আগে কোনো পরীক্ষা দেওয়া না হতো, তবে কেবল স্বার্থপর উদ্দেশ্যে পরিচালিত অনেকেই তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ত। যখন বিচারালয়ে তাদের প্রভুকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো; যখন যে জনতা তাঁকে তাদের রাজা বলে বরণ করেছিল, তারাই তাঁকে শিস দিয়ে তিরস্কার করল ও গালিগালাজ করল; যখন বিদ্রূপকারী ভিড় চিৎকার করে উঠল, 'তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ কর!'—যখন তাদের জাগতিক উচ্চাশা ভেঙে গেল, তখন এই স্বার্থসন্ধানীরা, যীশুর প্রতি নিজেদের আনুগত্য ত্যাগ করে, শিষ্যদের ওপর তাদের সবচেয়ে প্রিয় আশাগুলির ধ্বংসজনিত শোক ও হতাশার সঙ্গে আরও এক তিক্ত, হৃদয়-ভারী দুঃখ চাপিয়ে

> দিতে। সেই অন্ধকার সময়ে, যারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়েছিল তাদের দৃষ্টান্ত অন্যদেরও সঙ্গে টেনে নিতে পারত। কিন্তু যীশু এই সঙ্কটটি তখনই ঘটতে দিলেন, যখন তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির দ্বারা তিনি তাঁর সত্যিকারের অনুসারীদের বিশ্বাস এখনো দৃঢ় করতে পারতেন।
>
> হে করুণাময় উদ্ধারকর্তা, যিনি তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শিষ্যদের জন্য স্নেহভরে পথটিকে সহজ করে দিয়েছিলেন, তাদের সর্বোচ্চ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তাদের দৃঢ় করেছিলেন! The Desire of Ages, 394.

রবিবারের আইনই সেই চূড়ান্ত পরীক্ষা যেখানে চরিত্র প্রকাশ পায়। চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে, অপরিবর্তনীয় খ্রিস্ট এমন এক পরীক্ষা হতে দেন, যার মাধ্যমে তাঁর লোকদের চিরন্তন পরিণতি নির্ধারিত হবে। এটি এমন একটি পরীক্ষা যা তাদের সিলমোহরিত হওয়ার আগে, এবং রবিবারের আইনে তাদের অনুগ্রহের কাল সমাপ্ত হওয়ার আগেই, উত্তীর্ণ হতে হবে। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরীক্ষা, যা জ্ঞানী কুমারীদের "তাদের পরাকাষ্ঠার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে, এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তাদের শক্তিশালী করে!" তাদের "পরাকাষ্ঠার পরীক্ষা"ই তাদের সর্বোচ্চ পরীক্ষা, কারণ জ্ঞানী কুমারীরাই তারা, যারা "পরিশুদ্ধ, শুভ্র করা হয়েছে এবং পরীক্ষিত"। চূড়ান্ত পরীক্ষাই তাদের পরাকাষ্ঠার পরীক্ষা, এবং সেই পরীক্ষার সময় জ্ঞানী কুমারীরা "ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে নির্গত আলোতে চলবে"। পরীক্ষার যে প্রক্রিয়াটি "পশুর মূর্তির গঠন" হিসেবে উপস্থাপিত, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে কী এমন আছে যা জ্ঞানী কুমারীদের পরাকাষ্ঠার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে এবং তাদেরকে ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে নির্গত আলোতে চলতে সক্ষম করে? ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে যে আলো নির্গত হয়, সেটি কী?

> আর তিনি যখন সপ্তম সীলমোহরটি খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধা ঘণ্টার মতো নীরবতা হলো। আর আমি দেখলাম সেই সাতজন স্বর্গদূতকে, যারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল; এবং তাদেরকে সাতটি তূরী দেওয়া হলো। আর আরেকজন স্বর্গদূত এলো এবং বেদীর সামনে দাঁড়াল, তার হাতে ছিল সোনার ধূপদান; এবং তাকে অনেক ধূপ দেওয়া হলো, যাতে সে সিংহাসনের সামনে যে সোনার বেদী ছিল, তার ওপর সমস্ত সাধুদের প্রার্থনার সঙ্গে তা অর্পণ করে। আর ধূপের ধোঁয়া, যা সাধুদের প্রার্থনার সঙ্গে ছিল, স্বর্গদূতের হাত থেকে উঠে ঈশ্বরের সামনে পৌঁছাল। তারপর সেই স্বর্গদূত ধূপদানটি নিল, বেদীর আগুন দিয়ে তা পূর্ণ করল, এবং তা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করল; আর তখন বিভিন্ন শব্দ, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎচমক ও ভূমিকম্প ঘটল। প্রকাশিত বাক্য ৮:১-৫।

শেষ দিনগুলোতে, যখন দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের পরিপূর্তি ঘটছে এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সীলমোহর করা হচ্ছে, তখন সপ্তম সীলমোহরটি খুলে যায় এবং তা সাধুগণের প্রার্থনার জবাবে পৃথিবীতে আগুন নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা নির্দেশ করে। দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ পরিপূর্তিতে যে আগুন নিচে নিক্ষিপ্ত হয়, তা হলো মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা; যা প্রতীকীভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এক্সেটার ক্যাম্প সভায় পবিত্র আত্মার বর্ষণে, এবং পেন্টেকস্টে পবিত্র আত্মার বর্ষণে, যা সেখানে আগুনরূপে উপস্থাপিত হয়েছিল। মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইটের মন্তব্যটি লক্ষ্য করুন।

> যারা প্রথম বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা দ্বিতীয়টির দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি; তেমনি তারা মধ্যরাত্রির আহ্বান থেকেও উপকৃত হয়নি, যা তাদেরকে বিশ্বাসের দ্বারা

> যিশুর সঙ্গে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের পরমপবিত্র স্থানে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করার কথা ছিল। আর আগের দুটি বার্তা প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের বোধ এমনভাবে অন্ধকার হয়ে গেছে যে তারা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় কোনো আলোই দেখতে পায় না—যে বার্তা পরমপবিত্র স্থানে যাওয়ার পথ দেখায়। আমি দেখলাম, যেভাবে ইহুদিরা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তেমনই নামমাত্র গির্জাগুলি এই বার্তাগুলিকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল; অতএব পরমপবিত্র স্থানে যাওয়ার পথ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, এবং সেখানে যিশুর মধ্যস্থতা থেকেও তারা কোনো উপকার পেতে পারে না। ইহুদিদের মতো, যারা তাদের বেহুদা বলি অর্পণ করত, তারাও সেই অংশেই তাদের বেহুদা প্রার্থনা উত্থাপন করে, যা যিশু ত্যাগ করেছেন; আর শয়তান, এই প্রতারণায় সন্তুষ্ট হয়ে, ধর্মীয় রূপ ধারণ করে এবং যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে দাবি করে তাদের মনকে নিজের দিকে টেনে নেয়; তার ক্ষমতা, তার নিদর্শন ও মিথ্যা আশ্চর্যকার্য ব্যবহার করে তাদেরকে তার ফাঁদে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। প্রারম্ভিক রচনাবলি, ২৫৯–২৬১।

মিলারাইট ইতিহাসে মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তার পরীক্ষা "তাদেরকে বিশ্বাসের মাধ্যমে যীশুর সঙ্গে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের অতি-পবিত্র স্থানে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করা" ছিল। এখন যে মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তা বিকশিত হচ্ছে, সেটিও 'পশুর প্রতিমূর্তি'র গঠনের পরীক্ষারূপে উপস্থাপিত হচ্ছে। উভয়ই এমন পরীক্ষা যা অনুগ্রহকালের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়, যেখানে চরিত্র প্রকাশিত হয়। যখন মিলারাইটরা বিশ্বাসের মাধ্যমে অতি-পবিত্র স্থানে প্রবেশ করল, তখন তাদের বিশ্বাস আবারও পরীক্ষা করা হয়েছিল। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের বিশ্বাস রবিবারের আইনে পরীক্ষা করা হবে, কিন্তু তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে তারা নিরাপদ থাকবে, কারণ তারা "সপ্তম মোহর থেকে নির্গত আলোর মধ্যে" চলবে, যা খোলা হয়েছিল যখন ২০২৩ সালের জুলাই মাসে মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তা উন্মোচিত হতে শুরু করেছিল।

সেই সময়ে যে বার্তাটি মোহর খোলা হয়েছিল, তা লাইন-পর-লাইন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, যা শেষ বৃষ্টির পদ্ধতি। শেষ বৃষ্টি ২০০১ সালে ছিটিয়ে পড়তে শুরু করে, এবং অ্যাডভেন্টবাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পরীক্ষার যে প্রক্রিয়া রবিবারের আইনে গিয়ে সমাপ্ত হয়, তার চূড়ান্ত পর্ব শুরু হয়েছিল, যখন মধ্যরাতের আহ্বানের বার্তাটি—যা একই সঙ্গে শেষ বৃষ্টি, সপ্তম মোহর খোলা হলে উৎপন্ন জ্ঞানের বৃদ্ধি, সাতটি বজ্রধ্বনির উন্মোচন, এবং যিশু খ্রিস্টের প্রকাশ—প্রকাশ পেয়েছিল। যে সব লাইন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলোর এক উন্মোচনকে উপস্থাপন করে, সেগুলোকে দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসে উন্মোচিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সেই গুপ্ত ইতিহাসে সংবিধানের তিনটি প্রধান মাইলফলকের রেখা প্রতিফলিত হয়েছে। এটি সেই রেখা, যখন গির্জা ও রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করে। এতে এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখা রয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের উদ্দেশে করে, এবং তারা ভূ-পশুর রিপাবলিকান শিংয়ের ইতিহাসে সংঘটিত রাজনৈতিক সংগ্রামের গতিশীলতাকে চিত্রিত করে। সেই রেখাটি যুক্তরাষ্ট্রের উভয় প্রধান রাজনৈতিক দলের সমান্তরাল ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত করে। সেই রেখাটি ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিংয়ের ১৮৪৪ সালের সূচনা থেকে শুরু করে রবিবার-আইনের সময় নাগরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ দখল করা পর্যন্ত তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

ধর্মভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকার মধ্যে ধর্মভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রতীক হিসেবে হাসমোনীয় রাজবংশের সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত। ধর্মভ্রষ্ট প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিকড়ের ধারার প্রেক্ষাপটে লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের ধারাও রয়েছে। লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের ধারার মধ্য থেকেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ধারা আসে। সেই গোপন ইতিহাসে তৃতীয় হাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইসলামের ধারাও রয়েছে। রাশিয়ার একটি ধারা রয়েছে, জাতিসংঘের একটি ধারা রয়েছে এবং অবশ্যই, পোপীয় ক্ষমতারও একটি ধারা রয়েছে।

যদি ভাববাণীর এক শিক্ষার্থী শেষ দিনগুলোতে বসবাসকারী এক বেরিয়াবাসীর মতো নিজেকে নিয়োজিত করে, তবে সে চল্লিশতম পদের গোপন ইতিহাসে চিহ্নিত ধারাগুলি থেকেই পুষ্টি নেবে। ভাববাণীর শিক্ষার্থী স্বর্গদূতের হাত থেকে পুস্তকটি নিয়ে তা খাবে। তারপর যখন রবিবারের আইনের চূড়ান্ত পরীক্ষা এসে পৌঁছাবে, তখন সে শুধু উন্মোচিত মধ্যরাত্রির ডাকের বার্তাটি বোঝবে তাই নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রে কীভাবে পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হয়েছিল তাও সম্পূর্ণভাবে বুঝবে।

সপ্তম মোহরের আলো সিংহাসন থেকে বেরিয়ে আসে এবং দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের প্রেক্ষাপটে এটি মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তা। মধ্যরাত্রির ডাকার বার্তাই জ্ঞানী কুমারীদের সেই সময়কালের জন্য প্রস্তুত করে, যখন অতীতের নিয়াতনগুলি পুনরাবৃত্ত হবে।

> "আমাদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে, বর্তমান অবস্থানে পৌঁছানোর পথে অগ্রগতির প্রতিটি ধাপ স্মরণ করে আমি বলতে পারি, ঈশ্বরের স্তব হোক! ঈশ্বর যা সাধন করেছেন তা দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হই, এবং নতো হিসেবে খ্রিস্টের প্রতি গভীর আস্থা লাভ করি। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ভয়ের কিছুই নেই, যদি না আমরা ভুলে যাই প্রভু যেভাবে আমাদের পরিচালিত করেছেন, এবং আমাদের অতীত ইতিহাসে তাঁর শিক্ষা।" ধর্মপ্রচারকদের প্রতি সাক্ষ্য, ৩১।

প্রভু জুলাই ২০২৩-এ শুরু হওয়া পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় তাঁর জনগণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে ছিল চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাণীকে উন্মোচিত করা। সেই ইতিহাস দেখায় যুক্তরাষ্ট্রে কীভাবে পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হয়, এবং অবশ্যই তা অন্তিমকালের ঘটনার শুধু ওই এক উপাদানের চেয়েও অনেক বেশি কিছু তুলে ধরে। যখন আমরা রবিবারের আইনের সময় চূড়ান্ত পরীক্ষায় নিজেদেরকে পাই, যখন অতীতের নিয়াতনগুলো পুনরাবৃত্ত হতে শুরু করে, তখন আমরা "আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয়ের কিছুই নেই; কেবল তখনই থাকব, যখন আমরা ভুলে যাব প্রভু কীভাবে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং আমাদের অতীত ইতিহাসে তাঁর শিক্ষা।"

রবিবারের আইনের সময়, যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তি গঠনের সময়কালে "অতীত ইতিহাস" পুনরাবৃত্ত হবে। যিহূদা গোত্রের সিংহ চূড়ান্ত বার্তার সীল খুলে দিয়েছেন এবং তাঁর জনগণকে পদ চল্লিশের গুপ্ত ইতিহাসে নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি তাঁর জনগণকে শিখিয়েছেন যে তারা কেবল তাঁর ভাববাদী বাক্য বোঝায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এমন এক অভিজ্ঞতা অর্জনের বিশেষাধিকার ও দায়িত্বও রয়েছে, যা তাদেরকে চূড়ান্ত সংকটে তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার জন্য মনোনীত তাঁর জনগণের মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য করে তোলে।

সেই মানুষদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো, তারা সিংহাসন থেকে নির্গত আলোর পথনির্দেশে কীভাবে চলতে হয় তা জানে। ওই আলো হলো চল্লিশ নম্বর পদের গোপন ইতিহাসের আলো, যা যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতিমা স্থাপনের সঙ্গে জড়িত ধর্মীয়,

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে সূক্ষ্মতম বিবরণে বর্ণনা করে। এই পবিত্র ইতিহাস সম্পর্কে যে আলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তা পঙ্‌ক্তি-পর-পঙ্‌ক্তি, এখান থেকে একটু এবং ওখান থেকে একটু—এই নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, এবং সেটিই সেই আলো যা অতীতের নিপীড়নগুলো পুনরায় সূচিত হলে সেই ইতিহাসকে বর্ণনা করে।

যারা জ্ঞানের বৃদ্ধি বোঝে তারা জ্ঞানী, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি পিশুর প্রতিমূর্তি গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং জ্ঞানীরা পৃথিবীতে পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের ইতিহাস সেই ইতিহাস ঘটার আগেই বুঝতে পারবে। যীশু, আলফা ও ওমেগা হিসেবে, সর্বদা কোনো কিছুর শেষটিকে তার শুরু দিয়ে দেখান।

উল্লেখযোগ্য যে, সিস্টার হোয়াইট যখন বলেন ঈশ্বরের লোকেরা সিংহাসন থেকে নির্গত আলোয় চলবে, সেই অংশটি টেস্টিমোনিজের নবম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার। অধ্যায়টি একাদশ পৃষ্ঠায় শুরু হয়, তাই অধ্যায়টি ৯:১১-তে শুরু হয় এবং শেষে রবিবারের আইন বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে, যখন পশুর মূর্তি গঠিত হয় এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার প্রকাশিত হয়, তবে কেবল তখনই—যদি আপনি সেই অধ্যায়টিকে এভাবে দেখার মতো বিশ্বাস রাখেন।

নবম খণ্ডের প্রথম পর্ব হওয়ায়, এটি সেই পরিচয় দিয়েই শুরু হয় এবং 'রাজার আগমনের জন্য' শিরোনামটি ব্যবহার করে। স্পষ্টতই এটি শুধু খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন নয়, বরং দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের প্রতিও ইঙ্গিত করছে, কারণ অংশটির শিরোনামটি এরপর পলকে উদ্ধৃত করে।

> অনুচ্ছেদ ১—রাজার আগমনের জন্য
>
> 'আরও অল্পকাল; যে আসবেন, তিনি আসবেন এবং বিলম্ব করবেন না।' হিব্রু ১০:৩৭।

পরবর্তী দুটি পঙ্‌ক্তি বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলো পাঠাংশে আলো যোগ করে।

> কারণ আর অল্প সময় পরেই, যিনি আসবার তিনি আসবেন; তিনি বিলম্ব করবেন না। এখন ধার্মিক বিশ্বাসে বাঁচবে; কিন্তু কেউ যদি পিছিয়ে যায়, তবে তার মধ্যে আমার প্রাণ সন্তোষ পাবে না। কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে নই যারা নাশের দিকে পিছিয়ে যায়; বরং আমরা তাদের মধ্যে যারা আত্মার পরিত্রাণের জন্য বিশ্বাস করে। ইব্রীয় ১০:৩৭-৩৯।

পৌল হাবাক্কূকের কথারই দিকে ইঙ্গিত করছিলেন, যেখানে বিশ্বস্ত জ্ঞানী কুমারীদের তাদের বিপরীতে রাখা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে পৌল বলেন, 'তারা নাশের দিকে পিছু হটে।' হাবাক্কূক এভাবে বলছিলেন:

> দেখ, যে অহংকারে ফুলে ওঠে, তার প্রাণ তার মধ্যে সৎ নয়; কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি তার বিশ্বাসে বাঁচবে। হাবাক্কূক ২:৪।

হাবাক্কূকের প্রতীক্ষার সময়ই হলো দশ কুমারীর প্রতীক্ষার সময়, আর আসন্ন রাজা সম্পর্কে যে অধ্যায়, তা হিব্রুদের পত্রে পলের কথার সঙ্গে সংযোগ রেখে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সিলমোহরের সময়কালে এই অধ্যায়টির পরিপূর্ণ পরিপূর্তি ও প্রয়োগকে চিহ্নিত করে। ওই সময়কাল শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ এবং রবিবারের আইনে এসে শেষ হবে, যা লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের শেষ সংকট; দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে, এটি রবিবারের আইনকালে চরিত্রের প্রকাশ। অধ্যায়টির শেষ অনুচ্ছেদগুলি রবিবারের আইন নিয়ে আলোচনা করে, এবং অধ্যায়টি শুরু হয় ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-কে উল্লেখ করে।

শেষ সংকট

আমরা শেষ সময়ে বাস করছি। সময়ের দ্রুত পূর্ণ হতে থাকা লক্ষণসমূহ ঘোষণা করছে যে খ্রিস্টের আগমন অতি সন্নিকটে। যে দিনগুলোতে আমরা বাস করছি, সেগুলো গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের আত্মা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই পৃথিবী থেকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অবজ্ঞা করা লোকদের ওপর ইতিমধ্যেই মহামারি ও বিচার নেমে আসছে। স্থল ও সমুদ্রে বিপর্যয়, সমাজের অস্থির অবস্থা, যুদ্ধের আতঙ্ক—এসব ভয়ানক পূর্বলক্ষণ। এগুলো অতি বৃহৎ পরিসরের আসন্ন ঘটনাবলির পূর্বাভাস দেয়।

অশুভ শক্তিগুলো তাদের বল একত্র করছে এবং নিজেদের সংহত করছে। তারা চূড়ান্ত মহাসঙ্কটের জন্য নিজেদের শক্তিশালী করছে। শীঘ্রই আমাদের বিশ্বে বড় পরিবর্তন ঘটবে, এবং শেষের ঘটনাপ্রবাহ হবে অত্যন্ত দ্রুত।

পৃথিবীর পরিস্থিতি দেখাচ্ছে যে সঙ্কটময় সময় একেবারেই আমাদের ওপর এসে পড়েছে। দৈনিক পত্রিকাগুলো নিকট ভবিষ্যতের এক ভয়াবহ সংঘাতের নানা ইঙ্গিতে ভরা। দুঃসাহসী ডাকাতি ঘন ঘন ঘটছে। ধর্মঘট সাধারণ ঘটনা। চুরি আর খুন সর্বত্রই ঘটছে। পিশাচগ্রস্ত মানুষ পুরুষ, নারী ও ছোট ছোট শিশুদের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। মানুষ পাপাচারে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে, আর সব রকমের অশুভই প্রাধান্য পাচ্ছে।

শত্রু ন্যায়বিচারকে বিকৃত করতে এবং মানুষের হৃদয়ে স্বার্থপর লাভের বাসনা ভরে দিতে সফল হয়েছে। ‘ন্যায় দূরে দাঁড়িয়ে আছে; কারণ সত্য রাস্তায় পড়ে গেছে, আর ন্যায়পরায়ণতা প্রবেশ করতে পারে না।’ যিশাইয় ৫৯:১৪। বৃহৎ শহরগুলোতে অসংখ্য মানুষ দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে বাস করছে, প্রায় খাদ্য, আশ্রয় ও বস্ত্রবিহীন; অথচ একই শহরগুলোতেই আছে এমন লোক, যাদের মন যা চায় তারও বেশি রয়েছে; তারা বিলাসবহুলভাবে বসবাস করে, তাদের অর্থ ব্যয় করে আড়ম্বরপূর্ণভাবে সাজানো বাড়িঘরে, ব্যক্তিগত অলংকরণে, বা আরও খারাপ হলো, ইন্দ্রিয়সুখের তৃপ্তিতে—মদ, তামাক, এবং আরও এমন জিনিসে, যা মস্তিষ্কের শক্তিকে নষ্ট করে, মনকে ভারসাম্যহীন করে, এবং আত্মাকে অধঃপতিত করে। ক্ষুধার্ত মানবতার আর্তনাদ ঈশ্বরের সামনে উঠছে, আর এদিকে অত্যাচার ও চাঁদাবাজির নানান উপায়ে মানুষ বিপুল ধনসম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে।

একবার নিউ ইয়র্ক শহরে থাকাকালে, রাত্রিকালে আমাকে আকাশের দিকে তলা ওপর তলা উঠে চলা ভবনগুলো দেখতে ডাকা হয়েছিল। এই ভবনগুলোকে অগ্নিনিরোধক বলে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল, এবং সেগুলো নির্মিত হয়েছিল তাদের মালিক ও নির্মাতাদের গৌরবান্বিত করার জন্য। আরও উঁচু, আরও উঁচু হয়ে এসব ভবন উঠতে লাগল, এবং তাতে ব্যবহৃত হচ্ছিল সর্বাধিক ব্যয়বহুল উপকরণ। যাদের এই ভবনগুলো ছিল, তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করছিলেন না: 'আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সবচেয়ে ভালোভাবে গৌরবান্বিত করতে পারি?' প্রভু তাদের চিন্তায় ছিলেন না।

আমি ভাবলাম: 'আহা, যারা এভাবে তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করছে, তারা যদি তাদের কার্যধারাকে ঈশ্বর যেমন দেখেন তেমনি দেখতে পারত! তারা একের পর এক দৃষ্টিনন্দন ভবন গড়ে তুলছে, কিন্তু মহাবিশ্বের অধিপতির দৃষ্টিতে তাদের পরিকল্পনা ও কৌশল কতটাই না মূর্খতা। কীভাবে তারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে পারে—এ বিষয়ে তারা হৃদয় ও মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিন্তা করছে না। এটি—মানুষের প্রথম কর্তব্য—তাদের দৃষ্টি থেকে সরে গেছে।'

যখন এই সুউচ্চ ভবনগুলো নির্মিত হচ্ছিল, মালিকেরা উচ্চাভিলাষী গর্বে উল্লসিত ছিল যে নিজেদের ভোগ-বিলাসে এবং প্রতিবেশীদের ঈর্ষা উদ্রেক করতে তারা অর্থ ব্যয় করতে পারে। এভাবে তারা যে অর্থ বিনিয়োগ করত তার বড় অংশই জুলুম করে আদায়, দরিদ্রদের শোষণ করে অর্জিত ছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে স্বর্গে প্রতিটি ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব রাখা হয়; প্রতিটি অন্যায় চুক্তি, প্রতিটি প্রতারণামূলক কাজ সেখানে লিপিবদ্ধ থাকে। সময় আসছে যখন প্রতারণা ও উদ্ধতত্যায় মানুষ এমন এক সীমায় পৌঁছবে, যা প্রভু তাদের অতিক্রম করতে দেবেন না, এবং তারা শিখবে যে যিহোবার সহনশীলতারও একটি সীমা আছে।

পরের যে দৃশ্যটি আমার সামনে এল, তা ছিল আগুন লাগার সংকেত। লোকেরা উঁচু এবং কথিতভাবে অগ্নিরোধক ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল: 'এগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ।' কিন্তু এই ভবনগুলো এমনভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, যেন সেগুলো পিচ দিয়ে তৈরি। দমকলের গাড়িগুলো ধ্বংস ঠেকাতে কিছুই করতে পারল না। দমকলকর্মীরা যন্ত্রগুলো চালাতে পারল না।

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রভুর সময় এলে, যদি অহংকারী, উচ্চাভিলাষী মানুষের হৃদয়ে কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তবে মানুষ বুঝবে যে যে হাত রক্ষা করতে শক্তিশালী ছিল, সেটিই ধ্বংস করতেও শক্তিশালী হবে। পার্থিব কোনো শক্তি ঈশ্বরের হাতকে থামাতে পারে না। ভবন নির্মাণে এমন কোনো নির্মাণসামগ্রী নেই যা ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়ে, তাঁর বিধানের প্রতি মানুষের অবহেলা ও তাদের স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য শাস্তি প্ররোচিত হলে, সেই ভবনগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

সমাজের বর্তমান অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণগুলি বোঝেন—এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়; এমনকি শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও নয়। যারা শাসনের লাগাম ধরে আছেন, তারা নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্র্য, নিঃস্বতা এবং ক্রমবর্ধমান অপরাধের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপন করতে তারা নিষ্ফলভাবে সংগ্রাম করছেন। মানুষ যদি ঈশ্বরের বাণীর শিক্ষার প্রতি আরও গুরুত্ব দিত, তবে যে সমস্যাগুলি তাদের বিভ্রান্ত করে, সেগুলোর সমাধান তারা খুঁজে পেত।

পবিত্র শাস্ত্র খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগে পৃথিবীর অবস্থার বর্ণনা দেয়। যারা ডাকাতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে বিপুল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করছে, তাদের সম্পর্কে লেখা আছে: 'তোমরা শেষ দিনের জন্য ধন-সম্পদ স্তূপ করে জমিয়েছ। দেখ, তোমাদের ক্ষেতের ফসল কেটেছে এমন শ্রমিকদের মজুরি, যা তোমরা প্রতারণা করে আটকে রেখেছ, তা চিৎকার করছে; আর যারা ফসল কেটেছে তাদের আর্তধ্বনি সেনাবাহিনীর প্রভুর কানে পৌঁছেছে। তোমরা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসে জীবন কাটিয়েছ এবং লালসায় লিপ্ত হয়েছ; তোমরা তোমাদের হৃদয়কে জবাইয়ের দিনের মতো পুষ্ট করেছ। তোমরা ধার্মিককে দোষী সাব্যস্ত করে হত্যা করেছ; আর তিনি তোমাদের প্রতিরোধ করেন না।' যাকোব ৫:৩-৬।

কিন্তু সময়ের দ্রুত পূর্ণ হতে থাকা লক্ষণগুলি যে সতর্কবাণী দিচ্ছে, তা কে পড়ছে? জাগতিক মানুষের মনে তার কী প্রভাব পড়ছে? তাদের মনোভাবের কী পরিবর্তন দেখা যায়? নোহের যুগের পৃথিবীর অধিবাসীদের মনোভাব যতটা দেখা গিয়েছিল, তার বেশি নয়। পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভোগবিলাসে নিমগ্ন হয়ে, প্লাবনপূর্ব লোকেরা 'প্লাবন আসা পর্যন্ত তারা জানল না; আর তা এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।' মথি ২৪:৩৯। তারা স্বর্গপ্রেরিত সতর্কবাণী পেয়েছিল, কিন্তু শুনতে অস্বীকার করেছিল। আর

আজও বিশ্ব ঈশ্বরের সতর্কবাণী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শাশ্বত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে।

বিশ্ব যুদ্ধের মনোভাবে আলোড়িত। দানিয়েলের গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় তার সম্পূর্ণ পরিপূর্তিতে পৌঁছে গেছে। শীঘ্রই ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত বিপদের দৃশ্যগুলো ঘটবে।

“দেখ, প্রভু পৃথিবীকে শূন্য করে দেন, তাকে উজাড় করে দেন, তাকে উল্টে দেন, এবং তার অধিবাসীদের চারদিকে ছড়িয়ে দেন.... কারণ তারা বিধিগুলি লঙ্ঘন করেছে, বিধান পরিবর্তন করেছে, শাশ্বত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। অতএব অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করেছে, এবং যারা তাতে বাস করে তারা বিপর্যস্ত হয়েছে.... ঢাক-ঢোলের উল্লাস থেমে গেছে, যারা আনন্দ করে তাদের কোলাহল শেষ হয়েছে, বীণার আনন্দ থেমে গেছে।” ইশাইয়া 24:1-8.

'হায়, সেই দিনের জন্য! কারণ প্রভুর দিন নিকটে এসেছে, এবং সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে ধ্বংসরূপে তা আসবে.... তাদের মাটির ঢেলার নিচে বীজ পচে গেছে, শস্যের গোলাগুলো উজাড় হয়ে পড়েছে, গুদামঘরগুলো ভেঙে পড়েছে, কারণ শস্য শুকিয়ে গেছে। পশুরা কী ভীষণভাবে গোঙাচ্ছে! গরুর পাল হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, কারণ তাদের জন্য চারণভূমি নেই; হ্যাঁ, ভেড়ার পালও উজাড় হয়ে গেছে।' 'দ্রাক্ষালতা শুকিয়ে গেছে, আর ডুমুরগাছ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে; ডালিমগাছ, খেজুরগাছও, আর আপেলগাছ— এমনকি মাঠের সব গাছই— শুকিয়ে গেছে: কারণ মানবসন্তানের মধ্য থেকে আনন্দ শুকিয়ে গেছে।' যোয়েল ১:১৫–১৮, ১২।

'আমার হৃদয়ের ভেতরে ব্যথা; ... আমি আর চুপ থাকতে পারি না, কারণ হে আমার প্রাণ, তুমি শিঙার শব্দ, যুদ্ধের সতর্কধ্বনি শুনেছ। ধ্বংসের পর ধ্বংস বলে আর্তনাদ উঠেছে; কারণ সমগ্র দেশ উজাড় হয়ে গেছে।' যিরমিয় ৪:১৯, ২০।

"আমি পৃথিবী দেখলাম, আর দেখ, তা আকৃতিহীন ও শূন্য; আর আকাশমণ্ডল—সেখানে কোনো আলো ছিল না। আমি পর্বতগুলো দেখলাম, আর দেখ, তারা কাঁপছিল, আর সব টিলাগুলো সামান্য দুলছিল। আমি দেখলাম, আর দেখ, কোনো মানুষ ছিল না, আর আকাশের সব পাখি উড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি দেখলাম, আর দেখ, উর্বর স্থানটি মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল, আর তার সব শহর ভেঙে পড়েছিল।" পদ ২৩–২৬.

'হায়! কারণ সেই দিনটি মহা, এমন যে তার মত আর কোনোটি নেই; এটি তো যাকোবের ক্লেশের কাল; তবু সে এর থেকে উদ্ধার পাবে।" যিরমিয় ৩০:৭।

এই পৃথিবীর সবাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুর পক্ষে দাঁড়ায়নি। সবাই অবিশ্বস্ত হয়ে যায়নি। কিছু অল্পসংখ্যক বিশ্বস্তজন আছেন যারা ঈশ্বরের প্রতি সত্যনিষ্ঠ; কারণ যোহন লিখেছেন: 'এরা সেই লোকেরা যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যীশুর বিশ্বাস রাখে।' প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২। শীঘ্রই যারা ঈশ্বরের সেবা করে এবং যারা তাঁর সেবা করে না, তাদের মধ্যে যুদ্ধ তীব্রভাবে পরিচালিত হবে। শীঘ্রই যা কিছু কাঁপানো যায়, সবই কাঁপানো হবে, যাতে যা কাঁপানো যায় না, তা টিকে থাকে।

শয়তান একজন পরিশ্রমী বাইবেল-শিক্ষার্থী। সে জানে যে তার সময় অল্প, এবং সে এই পৃথিবীতে প্রভুর কাজকে প্রতিহত করতে প্রতি ক্ষেত্রেই সচেষ্ট। যখন স্বর্গীয় মহিমা এবং অতীতের নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি একত্রে মিশে যাবে, তখন পৃথিবীতে জীবিত ঈশ্বরের লোকেরা যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবে, তার কোনো ধারণা দেওয়াই অসম্ভব। তারা ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে নির্গত আলোর মধ্যে চলবে। স্বর্গদূতদের

> মাধ্যমে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকবে। আর শয়তান, দুষ্ট স্বর্গদূতদের বেষ্টিত হয়ে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে, সম্ভাব্য হলে নির্বাচিতদেরও প্রতারিত করার জন্য নানা প্রকার অলৌকিক কাজ করবে। অলৌকিক কাজ করায় ঈশ্বরের লোকেরা তাদের নিরাপত্তা খুঁজে পাবে না, কারণ যে অলৌকিক কাজ সংঘটিত হবে, শয়তান তার নকল করবে। ঈশ্বরের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত লোকেরা তাদের শক্তি খুঁজে পাবে নির্গমন ৩১:১২-১৮-এ উল্লিখিত সেই চিহ্নে। তারা জীবন্ত বাক্যের ওপর দৃঢ় অবস্থান নেবে: 'লিখিত আছে'। দৃঢ়ভাবে স্থির থাকার একমাত্র ভিত্তি এটাই। যারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি ভেঙে ফেলেছে, তারা সেদিন ঈশ্বরহীন ও আশাহীন থাকবে।

> ঈশ্বরের উপাসকেরা বিশেষভাবে চিহ্নিত হবে চতুর্থ আজ্ঞার প্রতি তাদের শ্রদ্ধার দ্বারা, কারণ এটি ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তির চিহ্ন এবং মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার ওপর তাঁর দাবির সাক্ষ্য। দুষ্টেরা চিহ্নিত হবে স্রষ্টার স্মারক ভেঙে ফেলতে এবং রোমের প্রতিষ্ঠানকে উচ্চে তুলে ধরতে তাদের প্রচেষ্টার দ্বারা। সংঘাতের পরিণতিতে সমগ্র খ্রিস্টজগত দুইটি বৃহৎ শ্রেণিতে বিভক্ত হবে—যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ও যিশুর বিশ্বাস পালন করে, এবং যারা পশুকে ও তার মূর্তিকে উপাসনা করে এবং তার চিহ্ন গ্রহণ করে। যদিও চার্চ ও রাষ্ট্র তাদের ক্ষমতা একত্র করবে সকলকে—'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস'—পশুর চিহ্ন গ্রহণ করাতে বাধ্য করতে, তবুও ঈশ্বরের লোকেরা তা গ্রহণ করবে না। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৬। পাতমোসের ভাববাদী দেখেন, 'যারা পশু ও তার মূর্তি, তার চিহ্ন এবং তার নামের সংখ্যার ওপর জয়লাভ করছে, তারা ঈশ্বরের বীণা হাতে নিয়ে কাঁচের সমুদ্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে,' এবং মূসা ও মেষশাবকের গান গাইছে। প্রকাশিত বাক্য ১৫:২।

> "ঈশ্বরের জনগণের জন্য ভয়াবহ পরীক্ষা ও ক্লেশ অপেক্ষা করছে। যুদ্ধের আত্মা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাতিদের আলোড়িত করছে। কিন্তু যে বিপদের সময় আসছে—এমন এক বিপদের সময়, যা জাতি হওয়ার পর থেকে আর কখনও হয়নি—তার মধ্যেও ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকেরা অবিচল থাকবে। শয়তান ও তার বাহিনী তাদের ধ্বংস করতে পারবে না, কারণ পরাক্রমশালী স্বর্গদূতেরা তাদের রক্ষা করবে।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৯, ১১-১৭.

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, যারা "ঈশ্বরের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত লোক", তাঁর "মনোনীত প্রজা", তারা "অটল থাকবে" যখন "অতীতের নির্যাতনসমূহ" পুনরাবৃত্তি হবে। তারা যে আলোতে "হাঁটবে" তা হলো সপ্তম সীলের বার্তার আলো; সেটাই মধ্যরাত্রির আহ্বান; সেটিই এমন এক আলো, যা পশুর প্রতিমূর্তির গঠনকে চিহ্নিত করে।